দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 27 JUL 2017
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২

■ এবারও হচ্ছে না গুচ্ছ পদ্ধতির ভর্তি পরীক্ষা

শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি কমাতে হবে

এবারও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় গুচ্ছ (ক্লাস্টার) পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা হচ্ছে না। বাড়তি ব্যয় ও সীমাহীন ভোগান্তি থেকে আপাতত উত্তরণের কোনো পথ দেখা যাচ্ছে না। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দৌড়ঝাঁপ করতে হবে শিক্ষার্থীদের। গত বছরের ১৪ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মো. আবদুল হামিদের কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৫ পেশ করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এ সময় উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রপতি ইউজিসিকে নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে তিনি শিক্ষার্থীদের কষ্ট লাঘবের জন্য গুচ্ছ পদ্ধতিতে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

> দেশকে উচ্চশিক্ষায় এগিয়ে নিতে হলে শিক্ষার সুযোগ অবাধ ও সহজ করতে হবে। ইউজিসি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সর্বোপরি সরকারের শীর্ষ মহল সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে এলেই গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি লাঘব করা সম্ভব হবে

ইউজিসির প্রস্তাবনা ছিল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পৃথক গুচ্ছে পরীক্ষা নেওয়া। যেমন– প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদ, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ, কলা ও সামাজিক বিজ্ঞানসহ অন্যান্য অনুষদের জন্য আলাদা গুচ্ছে পরীক্ষা। এই পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা গেলে শিক্ষার্থীদের এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে দৌড়ঝাঁপ, আলাদা ফরম কেনা ও পরীক্ষায় বসার জন্য সময়, শ্রম, অর্থ ব্যয় এবং ভোগান্তি থেকে মুক্তি মিলবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ বিষয়ে একমত হতে না পারায় গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে জানায় ইউজিসি। গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা না নেওয়ার পেছনের কারণ যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শীর্ষকর্তাদের পরীক্ষার দায়িত্ব পালনের সুযোগে বাড়তি আয়, তা সহজেই অনুমেয়। এ জন্যই প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় ইচ্ছামতো ভর্তি ফি নির্ধারণ করে ছাত্রদের পকেট কাটছে। দেশকে উচ্চশিক্ষায় এগিয়ে নিতে হলে শিক্ষার সুযোগ অবাধ ও সহজ করতে হবে। ইউজিসি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সর্বোপরি সরকারের শীর্ষ মহল সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে এলেই গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি লাঘব করা সম্ভব হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে	

স্বাক্ষর